অষ্টম অধ্যায়

কাউকে সিজ্‌দা করা প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کوسجدہ کرنا (شرك وكفر ہے)

"কাউকে সিজদা করা শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্‌ বা সংশোধনঃ

শরীয়তে সব ধরনের সিজদাই হারাম। কিন্তু সব সিজ্‌দা শিরক্‌ নয়। সুতরাং সব ধরনের সিজদাকে ঢালাও ভাবে শিরক বলা থানবী সাহেবের মারাত্মক ভুল। কেননা, সিজদা দুই প্রকার। যথাঃ (১) ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা, (২) তাজিমী সিজদা করা। প্রথম সিজদা শিরক এবং দ্বিতীয় সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ। কিন্তু শিরক নয়। শ্রেণীবিন্যাস না করে সকল সিজদাকে শিরক বলা মারাত্মক ভুল। সুতরাং থানবীর এরূপ বলা উচিত ছিল– "ইবাদতের নিয়তে কাউকে সিজদা করা শিরক"।

তাজিমী সিজদা ঃ (পূর্ব জামানায় জায়েজ ছিল)

আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণকে আদম (আঃ) কে তাজিমী সিজদা করার জন্য নির্দেশ করেছিলেন। "তোমরা আদমকে সিজদা করো"। যদি উক্ত সিজদা শিরক হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা কখনও উক্ত শিরকের নির্দেশ দিতেন না এবং শয়তানকেও নির্দেশ অমান্য করার কারণে অভিশপ্ত ও কাফির বলে আখ্যায়িত করতেন না। কেননা শিরক হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম গুনাহ- যা ক্ষমার অযোগ্য। এরূপ শিরকের হুকুম আল্লাহ দিতে পারেন না।

www.sunnibarta.com

তাজিমী সিজদা যদি শিরক হতো, তাহলে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা কেন তাঁকে সম্মানের সিজদা করলেন? আল্লাহ তায়ালা উক্ত ঘটনা প্রশংসার সাথেই কোরআনে বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا

অর্থাৎ "তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সম্মানে সিজদায় পতিত হলো"। সুতরাং বুঝা গেল যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সিজদা ও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সিজদা ইবাদতের সিজদা ছিলনা বরং তাজিমের সিজদা ছিল। আর তাজিমের উদ্দেশ্যে সিজদা করা আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তে বৈধ ও জায়েজ ছিল। কিন্তু শরীয়তে মোহাম্মদীতে উক্ত তাজিমী সিজদাকে মানুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। ইহাই বিশুদ্ধতম মত। অধিকাংশের মতও ইহাই।

www.sunnibarta.com

তাজিমী সিজদা শিরক না হওয়ার কতিপয় দলীলঃ

১ম দলীলঃ

তাফসীরে গারায়েবুল কোরআন-এ উল্লেখ আছেঃ

وَاَصَحُّ الْاَ قْوَالِ اَنَّ السُّجُوْدَ كَانَ بِمَعْنَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَلٰكِنَّ لَاعِبَادَةً بَلْ تَكْرِمَةً وَتَحِيَّةً كَالسَّلَامِ *

অর্থঃ "বিশুদ্ধতম মত হলো- ফিরস্তাদের সিজদার অর্থ হচ্ছে কপাল ঠেকানো। কিন্তু তা ইবাদতের জন্য ছিলনা। বরং সালামের ন্যায় সম্মান ও তাজিমের উদ্দেশ্যে ছিল"।

২নং দলীলঃ

"বেনায়াতুল কাজী ওয়া কিফায়াতুর রাজী আলা তাফসীরিল বায়জাবী" গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

"وَالْاَكْثَرُ عَلٰى اَنَّهٗ كَانَ مُبَاحًا اِلٰى عَصْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"*

অর্থঃ "অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে উক্ত তাজিমী সিজ্‌দা প্রথা আমাদের প্রিয় নবী (দঃ)-এর যুগ পর্য্যন্ত বৈধ বা মোবাহ্ ছিল"। (শিরক ছিলনা)।

৩নং দলীলঃ

রদ্দুল মোহতার বা ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছেঃ

"اِخْتَلَفُوْا فِىْ سُجُوْدِ الْمَلٰئِكَةِ قِيْلَ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى آدَمَ تَشْرِيْفًا كَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَقِيْلَ بَلْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالْاِكْرَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (تَاتَارْخَانِيَّةَ) قَالَ فِىْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَالصَّحِيْحُ الثَّانِىْ وَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً لَّهٗ بَلْ تَحِيَّةً وَّاِكْرَامًا وَلِذَا اِمْتَنَعَ عَنْهُ اِبْلِيْسُ وَكَانَ جَائِزًا فِيْمَا مَضٰى كَمَا فِىْ قِصَّةِ يُوْسُفَ *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "ফিরিস্তাদের সিজদার প্রকৃতি সম্পর্কে তাফসীর বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন– সিজদা ছিল আল্লাহর জন্য এবং মুখ ছিল হযরত আদম (আঃ)-এর দিকে। যেমন আমরা ক্বিবলামুখী হয়ে খোদার উদ্দেশ্যে সিজদা করি। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেছেন–বরং সিজদা আদম (আঃ)-কেই করা হয়েছিল–কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাজিম ও সম্মান–ইবাদত নয়। তারপর পরবর্তীকালে তা মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়- নবী করিম (দঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে। নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করেছেন," আমি যদি কাউকে অন্য কারও উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকেই নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য"। (তাতার খানিয়া)। তাবয়ীনুল মাহারিম গ্রন্থে বলা হয়েছে–উপরের দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়টিই বিশুদ্ধ ও সহিহ্ অর্থাৎ আদম (আঃ)-এর সিজদাটি ছিল সম্মান ও তাজিমের উদ্দেশ্যে–ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। একারণেই ইবলিশ সম্মান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। এই সম্মানী ও তাজিমী সিজদা অতীত শরীয়তে বৈধ ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাই এর প্রমাণ"।

ফয়সালাঃ

মোদ্দা কথা হলো– তাজিমী সিজ্‌দা আমাদের শরীয়তে হারাম এবং কবিরা গুনাহ্। কিন্তু শিরক কিছুতেই নয়। যদি থানবী সাহেব এই সিজদাকেও শিরক বলতে চান- যেমন তার রচিত শব্দ প্রমাণ করে - তাহলে তার লিখিত হিফজুল ঈমান–এর কথার সাথে বিরোধ সৃষ্টি হবে– যা দূর করা কষ্টসাধ্য হবে। সুতরাং বেহেস্তী জেওরের মধ্যে অবশ্যই "ইবাদতের সিজদা"এই শর্তটি জুড়ে তাজিমী সিজ্‌দাকে শিরক থেকে বাদ দিতে হবে এবং এটাকে হারাম ও কবিরা গুনাহ্ বলে ঘোষণা দিতে হবে–যেমনটি তিনি দিয়েছেন হিফজুল ঈমান পুস্তিকায়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, তাজিমী সিজদা আমাদের শরীয়তে হারাম। কিন্তু কোন মতেই শিরক নয়। পূর্ববর্তী শরিয়তের ঘটনা আমাদের শরীয়তের জন্য একক দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে যেখানে নবী করিম (দঃ) নিষেধ করেছেন এবং তিনি কোন সাহাবীর সিজদা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, সেখানে জায়েজের প্রশ্নই আসেনা। আমাদের উদ্দেশ্যও তাই। তাজিমী সিজদাকে শিরক বলা যাবেনা। হারাম বলতে হবে এবং তাজিমী সিজদাকারী গুনাহগার হবে। কাফির বা মুশরিক হবেনা। ঢালাওভাবে শিরক বলা অন্যায়। অনেকে পদচুম্বন বা কদমবুচিকে সিজদা বলে। এটা মারাত্মক অন্যায়। কারণ কদমবুচি হচ্ছে সুন্নাত।

৪নং দলীলঃ

"ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া"–তে তাজিমী সিজদা সম্পর্কে উল্লেখ আছেঃ

"وَمَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَّأْثَمُ لِاِرْتِكَابِهِ الْكَبِيْرَةَ هُوَ الْمُخْتَارُ*

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে তাজিমী সিজ্‌দা করবে অথবা তার সামনে ভূমি চুম্বন করবে, সে কাফির হবেনা। কিন্তু কবিরা গুনাহের কারণে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। ইহাই সর্ব সম্মত গৃহীত মত"।

৫নং দলীলঃ

তাজিমী সিজ্‌দার শরয়ী হুকুম সম্পর্কে "খাজানাতুর রিওয়ায়াত" গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرَ مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَىْ سُلْطَانٍ اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهٗ فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ اٰثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ "*

অর্থঃ "ফকিহ আবু জাফর বলেছেন– কোন ব্যক্তি বাদশাহ কিংবা আমীরের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করলে বা তাকে সিজদা করলে যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে করে থাকে, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু কবিরা গুনাহ সংঘটিত করার কারণে সে নিশ্চয়ই গুনাহ্‌গার হবে"। সুতরাং তাজিমী সিজদা করা কবিরা গুনাহ্‌।

৬নং দলীলঃ

তাজিমী সিজদা সম্পর্কে রদ্দুল মোহ্‌তার (শামী) গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

قَالَ الزَّيْلَعِىْ وَذَكَرَ صَدْرُ الشَّهِيْدِ اَنَّهٗ لَايَكْفُرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهٗ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ"

অর্থঃ "জায়লায়ী বলেছেন– সদ্‌রুশ শহীদ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধরনের সিজদার কারণে সিজদাকারীকে কাফির বলা যাবেনা। কেননা, সে এর দ্বারা তাজিম ও সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছে। বরং সে গুনাহ্‌গার হবে"। আমাদের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু থানবী সাহেব এটাকেও শিরক বলে ফেলেছেন–যা ভুল। (লা-হাওলা.....)। উপরোক্ত ৬টি দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হলো- তাজিমী সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ। কিন্তু শিরক নয়। থানবী সাহেব গুনাহের কাজকে শিরক বলে অন্যায়ভাবে গুনাহগার মুসলমানকে মুশরিক বানিয়ে ছেড়েছেন।

www.sunnibarta.com